বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪৩০ / ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ ও
প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের গঠন এবং পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত নীতিমালা প্রসঙ্গে।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১, তারিখঃ ২৭ অক্টোবর ২০১৩ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। ব্যাংকে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম যথাযথ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত ও পেশাগতভাবে দক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হওয়া আবশ্যক। ব্যাংকের কর্মকাণ্ড প্রধানত আমানতকারীদের অর্থে পরিচালিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা অপরিহার্য বিধায় ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব অপরাপর কোম্পানীর তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৩ সালে ব্যাংক-কোম্পানী আইনে অধিকতর সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনের ফলে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গঠন এবং পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, যোগ্যতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নতুনভাবে নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, ব্যাংক খাতে সুশাসনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের গঠন, পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের জন্য নির্দেশনা জারি করা হলো :

৩। ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ গঠন :

(ক) ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারধারক পরিচালক, শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধি পরিচালক এবং স্বতন্ত্র পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প পরিচালকও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হবেন;

(খ) পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) জন;

(গ) পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সংখ্যা ২০ (বিশ) জন হলে স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা হবে অন্যূন ৩ (তিন) জন এবং পর্ষদের পরিচালক সংখ্যা ২০ (বিশ) জনের কম হলে স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা হবে অন্যূন ২ (দুই) জন;

(ঘ) কোনো একক পরিবার হতে ৩ (তিন) জনের অধিক সদস্য একই সময়ে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না;

(ঙ) পরিচালনা পর্ষদে কোনো একক পরিবারের সদস্যের অতিরিক্ত উক্ত পরিবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা নিয়ন্ত্রণাধীন অনধিক ২ (দুই) টি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর পক্ষে প্রতিনিধি পরিচালক থাকতে পারবেন;

(চ) পরিচালনা পর্ষদে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর পক্ষে ১ (এক) এর অধিক ব্যক্তি প্রতিনিধি পরিচালক নিযুক্ত হতে পারবেন না;

(ছ) পরিচালনা পর্ষদে কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি শেয়ারধারকের পক্ষে অপর কোনো ব্যক্তি প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন না;

(জ) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫কক ধারা অনুযায়ী ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ থেকে কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে একাদিক্রমে ১২ (বারো) বছরের অধিক সময় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৩ (তিন) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে পুনঃনিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না;

(ঝ) ব্যাংক-কোম্পানীর প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল পরিচালক অবসর গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক অবসর গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর তফসিল-১ এর ৮০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবসরগ্রহণকারী পরিচালক পুনরায় নিযুক্তির জন্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন।

৪। পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা :

ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নরূপ যোগ্যতা ও উপযুক্ততা থাকতে হবে :

(১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যূন ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; কোন ব্যক্তির বয়স ১৮ (আঠার) বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কোনো কাজের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নেয়া হবে না;

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স ৩০ (ত্রিশ) বছর হতে হবে;

(৩) তিনি ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হননি কিংবা কোনো জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না বা জড়িত নন;

(৪) তাঁর সম্পর্কে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আদালতের রায়ে কোনো বিরূপ পর্যবেক্ষন/মন্তব্য নেই;

(৫) তিনি আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের (Regulator) বিধিমালা, প্রবিধান, নীতিমালা বা নিয়মাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হননি;

(৬) তিনি এমন কোনো কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন না, যার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে;

(৭) তাঁর নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের জন্য খেলাপী নন;

(৮) তিনি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোনো সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পরিচালক বা উপদেষ্টা/পরামর্শক বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদে নিয়োজিত নন;

(৯) তিনি একই ব্যাংক-কোম্পানীর বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদে নিয়োজিত নন;

(১০) তিনি কোনো সময়ে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হননি;

(১১) তিনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁর ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর খেলাপী নন;

(১২) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানীতে কোন পদে চাকুরীরত থাকলে চাকুরী অবসায়নের ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রম না হলে;

(১৩) তিনি কোনো ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে উক্ত তালিকা

হতে অব্যাহতি প্রাপ্তির পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার যোগ্য হবেন না;

(১৪) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপর্যুক্ত শর্তগুলো ছাড়াও স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালনীয় হবে।

৫। পরিচালক নিযুক্তি/পুনঃনিযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ :

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) মোতাবেক বিশেষায়িত ব্যাংক ব্যতীত অন্য যে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ সভায় মনোনীত এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত পরিচালক/পরিচালকদের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ বা নিযুক্তি/পুনঃনিযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের তারিখ হতে ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক/পরিচালকদের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ বা নিযুক্তি/পুনঃনিযুক্তি কার্যকর হবে। উক্ত পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পর্ষদ সভা/বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষরে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে হবে এবং প্রেরিত আবেদনপত্রের সাথে যথাযথভাবে পূরণকৃত নিম্নোক্ত নথি/কাগজপত্রাদি/তথ্যাবলী সংযুক্ত করতে হবে:

(ক) পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত প্রার্থীর তথ্যাবলী (পরিশিষ্ট-ক);

(খ) মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-খ);

(গ) মনোনীত প্রার্থীর গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-গ);

(ঘ) স্বতন্ত্র পরিচালকের ক্ষেত্রে মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-ঘ);
[তিনি পরিশিষ্ট ক, খ এবং গ-তে যাচিত ঘোষণাপত্রও দাখিল করবেন];

(ঙ) পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত ব্যক্তির নিজের এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিআইবি প্রতিবেদন। প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে নিজের এবং শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের সিআইবি প্রতিবেদন;

(চ) "Enquiry Form I & Undertaking-Ka" (পরিশিষ্ট-ঙ, চ) এবং Enquiry Form II" (পরিশিষ্ট-ছ) অনুযায়ী তথ্যাবলী;

(ছ) পরিচালক নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ বা নিযুক্তি/পুনঃনিযুক্তি সংক্রান্ত ব্যাংকের পর্ষদ সভা/বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি, যা ব্যাংকের কোম্পানী সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;

(জ) প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের মনোনয়নপত্র ও এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানটির পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তের অনুলিপি, যা ব্যাংকের কোম্পানী সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;

(ঝ) পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বিদ্যমান পরিচালকগণের একটি তালিকা;

(ঞ) নিম্নোক্ত তথ্যাবলী সম্বলিত ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র-

১. পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত ব্যক্তির নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে এবং প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের এবং শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ খেলাপী নয়;

২. তাঁর পরিবারের অন্য কোনো সদস্য একই ব্যাংকের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন কি-না;

৩. তিনি একই ব্যাংকের কোনো সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পরিচালক নন;

৪. তিনি একই ব্যাংকের বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদে নিয়োজিত নন;

৫. তিনি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোনো সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পরিচালক, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত নন;

৬. ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার সাথে অতীত/বর্তমানে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল/রয়েছে কি না;

৭. স্বতন্ত্র পরিচালকের ক্ষেত্রে তিনি ব্যাংকের কোনো শেয়ার ধারণ করছেন না এবং ব্যাংকের সাথে অতীত/বর্তমানে তাঁর কোনো প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নেই/ছিল না;

৮. তিনি নিজে কিংবা প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের কত শতাংশ শেয়ার ধারণ করছেন/করছে। তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী ব্যাংকের শেয়ার ধারণ করছেন/করছে কি না।

৬। বিকল্প পরিচালক নিয়োগ :

ব্যাংক-কোম্পানীর কোনো পরিচালক বিদেশে অন্যূন ৩ (তিন) মাস মেয়াদে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের কারণে বিকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১০১ ধারার বিধান পরিপালন সাপেক্ষে পরিচালকের বিপরীতে কোনো এক বছরে সর্বোচ্চ ১ (এক) বার একাদিক্রমে ৩ (তিন) মাসের জন্য ১ (এক) জন বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করতে পারবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে :

(ক) বিকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালক নিয়োগের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।

(খ) বিকল্প পরিচালক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত নথি/তথ্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে :

(অ) বিকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের প্রত্যায়িত অনুলিপি;

(আ) মূল পরিচালকের বিদেশ গমন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি,

(ই) বিকল্প পরিচালক নিযুক্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীর তথ্যাবলী (পরিশিষ্ট-ক), ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-খ) গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-গ);

(ঈ) মূল পরিচালকের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ;

এছাড়া, মূল পরিচালকের দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের তারিখসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(গ) বিকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানীকে মূল পরিচালকের বিদেশ গমন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এর কোনো ব্যত্যয় হলে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্তৃক বিষয়টি তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(ঘ) কোনো খেলাপী ঋণগ্রহীতাকে কিংবা ব্যাংক-কোম্পানী আইন বা কোম্পানী আইন বা অন্য কোনো আইন বা বিধি বা নির্দেশনাবলে ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হলে ঐ ব্যক্তিকে বিকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(ঙ) সাময়িক সময়ের জন্য বিকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয় বিধায় বিকল্প পরিচালককে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত পর্ষদের কোনো সহায়ক কমিটিতে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(চ) কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাংক-কোম্পানী হতে কোনোরূপ ঋণসুবিধা গ্রহণ করলে তিনি উক্ত ব্যাংকে বিকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য যোগ্য হবেন না।

(ছ) বিকল্প পরিচালক পদে দায়িত্ব পালনকালে বিকল্প পরিচালকের নিজের নামে কিংবা তাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনোরূপ ঋণসুবিধা প্রদান করা যাবে না, পূর্বে প্রদত্ত ঋণসুবিধার মেয়াদ বা সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না কিংবা কোনো সুদ মওকুফ বা সুদারোপ রহিতকরণ সুবিধা দেয়া যাবে না। তাছাড়া, আইন, বিধি বা নির্দেশনাবলে ব্যাংক পরিচালকের জন্য প্রযোজ্য সকল ঋণ নিয়ামাচার কিংবা নিষেধাজ্ঞা বিকল্প পরিচালকের মেয়াদ কালে তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(জ) কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে মূল পরিচালকের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি বিকল্প পরিচালক হিসেবে ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ কার্যকর হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২৬ জুন ২০২৩ তারিখ হতে একাদিক্রমে ৩ (তিন) মাসের বেশি সময় আসীন থাকলে ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫কককক এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনতিবিলম্বে বিকল্প পরিচালককে উক্ত পদ হতে পদত্যাগ করার/অব্যাহতি প্রদানের মাধ্যমে মূল পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চিতকরতঃ বিষয়টি ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ডিভিশন-২ অবহিত করতে হবে।

৭। পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদির বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে :

(ক) ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালকগণের হালনাগাদ তালিকা সব ব্যাংককে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) পরিচালক নিয়ুক্তি বা অব্যাহতির পরে বা পরিচালকের মেয়াদ শেষে পরিচালকগণের তালিকার একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-২) এবং সকল ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) পরিচালকগণের পরিচিতিমূলক ছবিসহ একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদ করতে হবে;

(ঘ) ব্যাংকের চেয়ারম্যান মনোনয়ন/নিয়ুক্তি বা অব্যাহতির পরে বা তাঁর মেয়াদ শেষে এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-২) এ প্রেরণ করতে হবে;

(ঙ) ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালকগণের হালনাগাদ তথ্য প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে Rational Input Template (RIT) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW Portal এ দাখিল করতে হবে। এছাড়া, ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক নিয়ুক্তি কিংবা কোনো পরিবর্তন ঘটলে সাথে সাথে উক্ত তথ্যাদি RIT এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW Portal এ দাখিল করতে হবে।

৮। পরিচালক পদের শূন্যতা :

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১০৮ এর উপধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালকের পদ শূন্য হয়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত, কোনো পরিচালক কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত অগ্রিম বা ঋণের জন্য ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৭ ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নোটিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, পরিচালক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির সময় বাংলাদেশ ব্যাংকে মিথ্যা ঘোষণা/তথ্য প্রদান করলে কিংবা তাঁর যোগ্যতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পদ শূন্য/নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৭ ধারার আওতায় কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য টাকা যে তারিখে সম্পূর্ণ পরিশোধিত হবে সে তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে তিনি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানী বা অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হতে পারবেন না। উল্লেখ্য, তাঁর নিকট প্রাপ্য টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানীতে ধারণকৃত তাঁর শেয়ার যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। কোনো পরিচালক ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৭ ধারার

আওতায় নোটিশ প্রাপ্ত হলে, তাঁর নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমুদয় পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি যে ব্যাংকে পরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন সে ব্যাংকে তাঁর নামে ধারণকৃত শেয়ার হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং নোটিশপ্রাপ্ত কোনো পরিচালক নোটিশের কার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থায় তাঁর পদ হতে পদত্যাগ করলে উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হবে না।

(গ) এতদ্ব্যতীত, কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৭খ ধারায় বর্ণিত বিধান পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক তাঁর পরিচালক পদ শূন্য ঘোষণা করতে পারবে।

৯। পরিচালক পদ হতে অপসারণ এবং বিশেষ প্রয়োজনে পরিচালক নিয়োগ :

(ক) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক বিশেষায়িত ব্যাংক ব্যতীত অন্য যে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর কোনো পরিচালককে তাঁর পদ হতে অপসারণ করতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে অপসারণের কারণ ও যৌক্তিকতা সম্বলিত বিবরণ এবং পর্ষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি এবং পরিচালকদের একটি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-২) এ দাখিল করতে হবে। এরূপ অপসারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রদানের তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

(খ) আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ সম্পাদন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লেনদেনের মাধ্যমে ব্যাংক-কোম্পানীর তহবিলের অপব্যবহার বা মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন কিংবা জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৬ ধারার আওতায় যে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক বা চেয়ারম্যানকে অপসারণ ও ৪৭ ধারার আওতায় যে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ বাতিল করতে পারবে।

(গ) আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী বা ব্যাংক-কোম্পানীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য বা জনস্বার্থে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারার আওতায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক-কোম্পানীর যে কোনো পরিচালককে অপসারণ করতে পারবে।

(ঘ) ব্যাংক-কোম্পানী বা আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষায় বা সুনির্দিষ্ট/বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা জনস্বার্থে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক নিযুক্তির যোগ্যতা ও উপযুক্ততা থাকা সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তিকে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান কিংবা নতুন পর্ষদ গঠন বা পর্ষদ পুনর্গঠন করতে পারবে।

১০। পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট থাকা অপরিহার্য। ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫খ ও ১৫গ ধারায় ব্যাংক-কোম্পানীর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ এবং তা পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনা পর্ষদকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে।

১০.১। পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

(ক) কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা :

(অ) পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করবে। নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কৌশল প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য নীতিগত বিষয়ে পর্ষদ বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকবে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে।

(আ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত ব্যবসায়িক ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য/ব্যর্থতার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুসৃতব্য কর্মপন্থা ও কৌশল সম্পর্কে পর্ষদের সুপারিশ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করবে। পর্ষদ প্রধান নির্বাহী ও প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তাদের জন্য মুখ্য কর্মসম্পাদন নির্দেশক (Key performance indicators) নিরূপণ করবে এবং তা সময় সময় মূল্যায়ন করবে।

(খ) ঋণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :

(অ) বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং ঋণ আদায়, ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত নীতিমালা, কর্মকৌশল ইত্যাদি পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে। পর্ষদ ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করবে; এবং অনুরূপ বন্টনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব প্রধান নির্বাহী ও তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাদের উপর ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর ক্ষমতা অর্পণ বাঞ্ছনীয় হবে। কোনো পরিচালক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজে প্রভাব বিস্তার বা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(আ) পরিচালনা পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করবে। উক্ত নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ হচ্ছে কি না তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে, এতদ্‌সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং পর্ষদের কার্যবিবরণীতে তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবে। মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদ তত্ত্বাবধান করবে।

(গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ঃ

ঋণ/বিনিয়োগের সন্তোষজনক গুনগত মান অর্জন/বজায় রাখার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উপর পরিচালনা পর্ষদ সার্বক্ষণিক তদারকী/নজর রাখবে। পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংক-কোম্পানীতে এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে যাতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (Management) হতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিপালনের বিষয়ে পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্ষদ পর্যালোচনা করবে।

(ঘ) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন :

(অ) নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, প্রণোদনাসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি এবং চাকুরীবিধি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত এবং অনুমোদিত হবে। অনুমোদিত চাকুরীবিধির আওতায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমে পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালকগণ কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটিগুলোতে পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তাদের, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ ধরণের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাকুরীবিধি ও পূর্ব থেকে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে অনুমোদিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

(আ) ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) চালুর বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সবিশেষ গুরুত্বারোপ করবে এবং তা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাভুক্ত থাকবে।

(ই) পরিচালনা পর্ষদ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার নীতিমালা, Code of Conduct এবং Code of Ethics প্রণয়ন করবে, যা সব কর্মকর্তা-কর্মচারী যথাযথভাবে পরিপালন করবে। ব্যাংকে পরিপালন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ উন্নত নৈতিক মান প্রতিষ্ঠা করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে শুদ্ধাচার নীতিমালা পরিপালনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত এতদ্‌সংক্রান্ত পুরস্কার নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।

(ঙ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা :

(অ) ব্যাংকের বার্ষিক বাজেট এবং বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণীগুলো পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে। ব্যাংকের আয়, ব্যয়, তারল্য সংস্থান, মেয়াদোত্তীর্ণ/অনাদায়ী ঋণ, মূলধনের ভিত্তি ও পর্যাপ্ততা, প্রভিশন সংরক্ষণ এবং আইনগত কার্যক্রমসহ খেলাপী ঋণ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণ করবে।

(আ) ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দেশে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসরণকরতঃ এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং তদনুসারে পর্ষদ কর্তৃক ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা বন্টন করবে। বাজেট সংকুলান সাপেক্ষে বিভিন্ন ব্যয়ের নির্বাহী ক্ষমতা সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় প্রধান নির্বাহী ও তদধীন কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত থাকবে। তবে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে জমি, ভবন বা স্থাপনা ক্রয়, নির্মাণ ও যানবাহন ক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(ই) সম্পদ-দায় কমিটি (এলকো) গঠিত হয়েছে কি না এবং উক্ত কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করছে কি না তা পরিচালনা পর্ষদ সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করবে।

(চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ :

ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদ একজন উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

(ছ) পর্ষদের অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তব্য :

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদের উপর আরোপিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে অনুসরণ এবং পরিপালন নিশ্চিত করবে।

১০.২। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্য হতে একজন ০২ (দুই) বছরের জন্য চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হবেন। পরিচালক পদের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে চেয়ারম্যান পদে তিনি পুনঃনির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন।

(খ) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির চেয়ারম্যান বা কোনো পরিচালক এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে কোনো নীতিনির্ধারণী বা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার রাখেন না বিধায় তিনি ব্যাংকের প্রশাসনিক বা পরিচালনাগত দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(গ) পর্ষদের পরিবীক্ষণ দায়িত্বের আওতায় পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত অন্য কোনো কমিটির চেয়ারম্যান ব্যাংকের কোনো শাখা বা অর্থায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন।

(ঘ) তিনি ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য অধিযাচন করতে বা কোনো বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন; প্রাপ্ত তথ্য বা তদন্ত প্রতিবেদন পর্ষদ সভায়/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে প্রধান নির্বাহী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা পর্ষদের মাধ্যমে প্রধান নির্বাহীর বক্তব্যসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(ঙ) পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের অনুকূলে একটি অফিস কক্ষ, একজন ব্যক্তিগত সচিব/সহকারী, একজন পিয়ন/এমএলএসএস, অফিসে একটি টেলিফোন, দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য একটি মোবাইল ফোন ও একটি গাড়ী দেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পর্ষদের চেয়ারম্যানের গাড়ী ব্যাংক কর্তৃক প্রদান করতে হবে।

১১। সহায়ক কমিটি গঠন :

প্রত্যেক ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ উহার সদস্যদের সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি, একটি অডিট কমিটি এবং একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। উল্লিখিত তিনটি কমিটি ব্যতীত পর্ষদ কর্তৃক অন্য কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করা যাবে না।

১১.১। নির্বাহী কমিটি :

পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়ে জরুরী এবং দৈনন্দিন বা রুটিন কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে পর্ষদের একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। নির্বাহী কমিটি পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত কার্য-প্রণালী অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো :

(অ) কমিটির সদস্যগণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) জন সদস্যের সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে;

(ই) সদস্যদের মধ্য হতে একজন ০৩ বছরের জন্য উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি নির্বাচিত হবেন;

(ঈ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ০৩ বছরের জন্য মনোনীত হতে পারবেন;

(উ) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি হতে পারবেন;

(ঊ) নির্বাহী কমিটিতে একই পরিবারের একজনের অধিক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

(ঋ) ব্যাংকের কোম্পানী সচিব নির্বাহী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা :

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তাঁর পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে হবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১, ব্যাংকিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান, ব্যাংকিং ব্যবসা, ব্যাংকের পরিচালনা, বিবিধ ঝুঁকির বিষয় এবং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। ডিজিটাল ব্যাংকের ক্ষেত্রে আইসিটি বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ন্যূনতম ০১ (এক) জন ব্যক্তি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(অ) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ কিংবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানে যে সব দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ পর্ষদের ওপর ন্যস্ত করা আছে সে সব ক্ষেত্র ব্যতীত পর্ষদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য সব ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি দায়িত্ব পালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(আ) কমিটি পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত সীমার মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা অনুমোদন প্রদান করতে পারবে;

(ই) কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তী পর্ষদ সভায় অনুসমর্থন (Ratify) করে নিতে হবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান :

(অ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সেই লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০২ (দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সকল সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(উ) কোনো বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেয়া হলে তা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১১.২। অডিট কমিটি :

ব্যাংক-কোম্পানীর কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনসহ পরিচালনা পর্ষদের সার্বিক পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সুচারুরূপে/সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি অডিট কমিটি গঠিত হবে। অডিট কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নিরীক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যমান আইন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বিধিবিধানের আওতায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কি না তার পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া এবং স্বীয় ব্যবসাবিধি পুনবীক্ষণ/পর্যালোচনা করবে।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো :

(অ) কমিটির সদস্যগণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠিত হবে, যার মধ্যে অন্যূন ০২ (দুই) জন স্বতন্ত্র পরিচালক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন;

(ই) স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্য হতে একজন অডিট কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি নির্বাচিত হবেন;

(ঈ) অডিট কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতির মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর। কোনো স্বতন্ত্র পরিচালক পরপর দুই মেয়াদে অডিট কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না;

(উ) নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য অডিট কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না;

(ঊ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ০৩ (তিন) বছরের জন্য মনোনীত হতে পারবেন;

(ঋ) ব্যাংকের কোম্পানী সচিব অডিট কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা :

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তাঁর পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে হবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১, ব্যাংকিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান, নিরীক্ষণ, ব্যাংকিং ব্যবসা, ব্যাংকের পরিচালনা, বিবিধ ঝুঁকির বিষয় এবং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে;

(ঈ) কমিটিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষত হিসাববিজ্ঞান, Cost Accounting, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ডিজিটাল ব্যাংকের ক্ষেত্রে আইসিটি বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ন্যূনতম ০১ (এক) জন সদস্য মনোনীত হতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(অ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ :

(১) ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি উপযুক্ত পরিপালন কৃষ্টি (compliance culture) গড়তে সক্ষম হয়েছে কি না এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কি না এবং তাঁদের কার্যের উপর পূর্ণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে কি না তা অডিট কমিটি মূল্যায়ন করবে;

(২) ব্যাংকের আইসিটি প্ল্যাটফর্ম তৈরী ও ব্যবহারসহ ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) গড়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল ব্যবস্থা অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

(৩) ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষকগণ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল/কাঠামোর বিষয়ে সময়ে সময়ে প্রণীত সুপারিশমালা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে পরিপালন করছে কি না তা অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

(৪) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনদল কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত যে কোনো অনিয়ম, জাল-জালিয়াতি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতা অথবা তাদের কর্তৃক চিহ্নিত অনুরূপ ক্ষেত্রগুলোর বিষয়ে গৃহীত সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিয়মিতভাবে পর্ষদকে অবহিত করবে। এতদ্‌ব্যতীত অডিট কমিটির পর্যালোচনায় যে কোনো ধরণের অসংগতি পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করবে এবং তা পর্ষদকে যথাযথভাবে অবহিত করবে।

(আ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ :

(১) বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহে পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ তথ্যের প্রকাশ ঘটেছে কি না এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত বিধিবিধান ও হিসাবমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক

এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশিত হিসাবমান অনুযায়ী নির্ধারিত মানসম্পন্ন হয়েছে কি না তা অডিট কমিটি যাচাই করবে;

(২) আর্থিক বিবরণীসমূহ চূড়ান্ত করার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল, বহিঃনিরীক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অডিট কমিটি মতবিনিময় করবে।

(ই) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা :

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা হতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা অডিট কমিটি নিশ্চিত করবে;

(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যাবলী ও সাংগঠনিক কাঠামো অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে। কোনো অন্যায্য বাধা বা সীমাবদ্ধতা যেন নিরীক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সে বিষয়েও অডিট কমিটি নিশ্চিত করবে;

(৩) অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার দক্ষতা ও কার্যকারিতা যাচাই করবে এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে;

(৪) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক উদঘাটিত অনিয়মাদি দূরীভূতকরণের ব্যাপারে এবং ব্যাংকের কার্যাবলী পরিচালনায় তাঁদের পর্যবেক্ষণ/প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথ ভাবে বিবেচনা করছে কি না তাও অডিট কমিটি যাচাই করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ঈ) বহিঃনিরীক্ষণ :

(১) ব্যাংকের বহিঃনিরীক্ষকগণের সম্পাদিত নিরীক্ষণ কার্যক্রম ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে;

(২) বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত অনিয়ম নিয়মিতকরণসহ উদঘাটিত জাল জালিয়াতির ব্যাপারে এবং ব্যাংকের কার্যাবলী পরিচালনায় তাঁদের পর্যবেক্ষণ/প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিবেচনা করেছেন কি না তা অডিট কমিটি যাচাই করবে;

(৩) ব্যাংকের নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত বহিঃনিরীক্ষকের তালিকা হতে বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কমিটি পর্ষদে সুপারিশ পেশ করবে।

(উ) বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের পরিপালন :

ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা) কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও গাইডলাইনস্ এবং ব্যাংকের পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অভ্যন্তরীণ নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি না তা অডিট কমিটি পর্যালোচনা করবে।

(ঊ) বিবিধ :

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, বহিঃনিরীক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক উদঘাটিত অনিয়ম, জাল-জালিয়াতি ও অন্যান্য যে কোনো পর্যবেক্ষণে বর্ণিত নির্দেশনা নিয়মিতকরণের ব্যাপারে কমিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদে পরিপালন প্রতিবেদন পেশ করবে;

(২) কমিটি কর্তৃক যাচিত হলে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষকগণ তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

(৩) পর্ষদ কর্তৃক আইনসম্মতভাবে যাচিত যে কোনো বিষয়ে কমিটি মূল্যায়ন করবে এবং এতদ্‌বিষয়ে একটি প্রতিবেদন/সুপারিশ পেশ করবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান :

(অ) কমিটি বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি এবং প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় অংশগ্রহণ ও কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারেন সেই লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০২ (দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সকল সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১১.৩। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি :

ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ও সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে/সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে। ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং ঝুঁকি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, সুদ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পরিমাপপূর্বক ঝুঁকি হ্রাসের পন্থা/পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না ও ঝুঁকির বিপরীতে প্রয়োজনীয় মূলধন ও প্রভিশন সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তা পরিবীক্ষণ করবে এবং ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো :

(অ) কমিটির সদস্যগণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে;

(ই) সদস্যদের মধ্য হতে একজন ০৩ বছরের জন্য উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি নির্বাচিত হবেন;

(ঈ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ০৩ (তিন) বছরের জন্য মনোনীত হতে পারবেন;

(উ) ব্যাংকের কোম্পানী সচিব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা :

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তাঁর পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে হবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১, ব্যাংকিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান, ব্যাংকিং ব্যবসা, ব্যাংকের পরিচালনা, বিভিন্ন ঝুঁকির বিষয় এবং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। ডিজিটাল ব্যাংকের ক্ষেত্রে আইসিটি বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কমপক্ষে ০১ (এক) জন পরিচালক অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(অ) ঝুঁকি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল :

ব্যাংকের বিভিন্ন কাজের ঝুঁকি নির্ধারণ এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ কৌশল প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা করবে। কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করবে।

(আ) সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ :

ব্যাংকের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো নিশ্চিত করা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং ঝুঁকি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন্সে বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন করছে কি না তা তত্ত্বাবধান করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ই) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি পর্যালোচনা ও অনুমোদন :

ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি এবং গাইডলাইনসমূহ কমিটি প্রতি বছরে কমপক্ষে ০১ (এক) বার পর্যালোচনা করবে; প্রয়োজনে সংশোধনের প্রস্তাব করবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করবে। তাছাড়া প্রতি বছরে কমপক্ষে ০১ (এক) বার ঋণ অনুমোদনের সীমাসহ অন্যান্য সীমাও পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঈ) তথ্যাদি সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতি :

ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তা অনুমোদন করবে। উক্ত পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা কমিটি নিশ্চিত করবে। কমিটি তাঁদের সভার কার্যবিবরণী তথা প্রস্তাবনা, সুপারিশ এবং সার-সংক্ষেপ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করবে এবং পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করবে।

(উ) সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান :

ব্যাংকের সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে। ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, পরিচালনা ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে।

(ঊ) বিবিধ :

(১) কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে;

(২) ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা কমিটি পরিপালন করবে।

(৩) কমিটি কর্তৃক যাচিত হলে ব্যাংকের প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান :

(অ) কমিটি বছরে কমপক্ষে ০৪ (চার) টি এবং প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০২ (দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সব সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১২। পরিচালনা পর্ষদ ও সহায়ক কমিটির সভা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি :

১২.১. পরিচালনা পর্ষদ ও সহায়ক কমিটির সভা অনুষ্ঠান :

ক) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতিমাসে ০১ (এক) টি বা প্রয়োজনে একাধিক অনুষ্ঠিত হতে পারে;

খ) কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘবিধি বা সংঘস্মারক অনুযায়ী উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সভার কোরাম সংখ্যা নির্ধারিত হতে হবে।

গ) পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ যাতে প্রতি পর্ষদ সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০২ (দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) এজেন্ডা বহির্ভূত কোন বিষয় পর্ষদ কর্তৃক বিবেচনা করা যাবে না।

ঙ) কোন বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেয়া হলে তা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

চ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ব্যাংকের পরিচালকগণ ব্যতীত কেবল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানী সচিব উপস্থিত থাকবেন।

ছ) বিশেষ প্রয়োজনে পর্ষদ বা পর্ষদের সহায়ক কমিটির আহ্বানক্রমে ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা কেবল তাঁর সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় উপস্থাপনকালে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন (পূর্ণকালীন সময়ের জন্য নয়)।

জ) কোনো পরিস্থিতিতেই বহিরাগত কোনো ব্যক্তি পর্ষদ সভা ও পর্ষদের সহায়ক কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

ঝ) ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলো প্রধান কার্যালয়/প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে সম্পন্ন করতে হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে/ ঢাকার বাহিরে কোনো সুবিধাজনক স্থানে সভা অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকলে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সভায় উপস্থিতির সম্ভাব্য লোকবলের সংখ্যা/তালিকা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠানের ০৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে/ঢাকার বাহিরে সভা অনুষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য ব্যয় ব্যতীত যে কোনো বাহুল্য ব্যয় পরিহার করতে হবে।

১২.২. পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানী ও আন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি :

ক) পরিচালনা পর্ষদ/সহায়ক কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানীর ঊর্ধ্বসীমা হবে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা।

খ) ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির সভা যথাসম্ভব সীমিত সংখ্যক রাখা বাঞ্চনীয়। তবে প্রয়োজনের নিরিখে কোনো মাসে ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির যত সংখ্যক সভাই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, প্রতি মাসে পরিচালকগণ সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদের ০২ (দুই) টি সভা, নির্বাহী কমিটির ০৪ (চার) টি সভা, অডিট কমিটির ০১ (এক) টি সভা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১ (এক) টি সভায় উপস্থিতির জন্য এরূপ সম্মানী প্রাপ্য হবেন;

গ) স্বতন্ত্র পরিচালকগণ ১২.২ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সম্মানী ছাড়াও প্রতিমাসে স্থায়ী সম্মানী বাবদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা (প্রযোজ্য কর কর্তন সাপেক্ষে) প্রাপ্য হবেন।

ঘ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির সভায় যোগদানকারী পরিচালকদের সম্মানীর উপর প্রযোজ্য কর কর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ এবং পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/সহায়ক কমিটির সভায় অংশগ্রহণার্থে দেশের অভ্যন্তরে ভিন্ন কোনো স্থান থেকে প্রধান কার্যালয়ে আসা যাওয়ার জন্য পরিচালকগণ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) দিনের জন্য হোটেলে অবস্থান ও ভ্রমণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

চ) যে ক্ষেত্রে বিদেশী নাগরিক পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (অনিবাসী বাংলাদেশী কিংবা দ্বৈত নাগরিক নন) তাঁরা সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) দিনের হোটেলে অবস্থান বিল ও বিমানে আসা যাওয়ার ভাড়া প্রাপ্য হবেন।

ছ) অনিবাসী বাংলাদেশী পরিচালকগণ বছরে পরিচালনা পর্ষদের সর্বোচ্চ ০৪ (চার) টি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) দিনের হোটেলে অবস্থান ও বিমানে আসা যাওয়ার ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জ) সকল পরিচালককে ভ্রমন খরচ ও হোটেলে অবস্থান বিলের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচের রসিদ (যেমন- ভ্রমন টিকেট, বিমানের টিকেট, হোটেলে অবস্থানের বিল পরিশোধের রসিদ/ভাউচার ইত্যাদি) দাখিল করতে হবে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩। স্বতন্ত্র পরিচালক সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা:

স্বতন্ত্র পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সম্মানীসহ অন্যান্য বিষয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার বা সার্কুলার লেটারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরনীয় হবে।

১৪। পরিচালকদের প্রশিক্ষণ :

ব্যাংকিং আইন, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান, পরিবর্তিত ব্যাংকিং রেগুলেশন্স/নীতিমালা সম্পর্কে পরিচালকগণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে।

১৫। ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫ ধারা ও ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো। ব্যাংকের পরিচালকগণের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে আগামী ০২ মাসের মধ্যে পর্ষদ সভায় এ সার্কুলারে বর্ণিত বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যপত্র উপস্থাপন করতে হবে। এতদ্‌ব্যতীত, ব্যাংকের অন্যান্য সকল কর্মকর্তাদের নজরে আনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ তারিখ: ২৭ অক্টোবর ২০১৩, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১১ তারিখ: ০৪ অক্টোবর ২০১৫, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪ তারিখ: ১৮ অক্টোবর ২০১৮, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫৫ তারিখ: ১২ নভেম্বর ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৬০ তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২০ তারিখ: ০৪ এপ্রিল ২০২১ এতদ্বারা রহিত করা হলো। এতদ্‌সত্ত্বেও উল্লিখিত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহে বর্ণিত নির্দেশনার আওতায় ইতোপূর্বে গৃহীত সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বলবৎ বলে গণ্য হবে।

১৭। এ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ হারুন-অর-রশিদ)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০০৯৫

পরিচালক পদে নিয়ুক্তির জন্য মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত ব্যক্তি সম্পর্কীয় তথ্যাবলী

১। নাম :

২। পিতার নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। জাতীয়তা :

৫। (ক) জন্ম তারিখ : (খ) জন্ম স্থান :

৬। পূর্ণ ঠিকানা : (ক) স্থায়ী ঠিকানা (টেলিফোন নম্বরসহ) : (খ) বর্তমান ঠিকানা (টেলিফোন নম্বরসহ) :

৭। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ৮। টিআইএন নম্বর :

৯। বৈবাহিক অবস্থা : (ক) বিবাহিত হলে স্বামী/স্ত্রীর নাম:

(খ) স্বামী/স্ত্রীর পেশা : (গ) স্বামী/স্ত্রীর জাতীয়তা :

(ঘ) স্বামী/স্ত্রীর এনআইডি:

১০। পরিবারের সদস্য (স্ত্রী/স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন এবং নির্ভরশীল ব্যক্তি) :

নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হলে তাঁর নাম ও ঠিকানা

১১। শিক্ষাগত যোগ্যতা : (ক) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা : (খ) পেশাগত/কারিগরী শিক্ষা :
(গ) ট্রেনিং/সেমিনার :

১২। বর্তমান পেশার বিবরণ:
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : (খ) ব্যবসায়ের প্রকৃতি :
(গ) পদবী : (ঘ) ফোন নম্বর :

১৩। অভিজ্ঞতার বর্ণনা :

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	দায়িত্ব পালনের সময়কাল (যোগদানের তারিখ-কার্যকাল সমাপ্তি পর্যন্ত)	পদবী	দায়-দায়িত্ব

১৪। ১০% বা ততোধিক শেয়ারধারণকারী অথবা পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর বিবরণ :

প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর সাথে সম্পর্ক (পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার)	প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর প্রকৃতি (পাবলিক /প্রাইভেট লিমিটেড)	ব্যবসায়ের প্রকৃতি	শেয়ার ধারণের শতকরা হার (%)

১৫। পরিচালক হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকার সময়কাল (প্রথম নিয়োগের তারিখ হতে সর্বশেষ নিয়োগ/পুনঃনিয়োগের তারিখ পর্যন্ত) :

১৬। বিরতিকাল (ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫কক (২) অনুযায়ী) :

১৭। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/অন্য কোনো উৎস হতে কোনো ঋণ সুবিধা নেয়া হয়েছে কি না? নেয়া হলে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/অন্য উৎসের নাম ও ঋণের পরিমাণ (সুদ ও আসলসহ) :

স্বাক্ষর :

তারিখ ও নাম :

ঘোষণাপত্র

১) আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে- ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫ ধারার উপ-ধারা (৬) এ বর্ণিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অন্যান্য বিধানাবলী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী আমি ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। আমি আরও ঘোষণা করছি যে-

ক) আমার অন্যূন ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে;

খ) আমি কোনো আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইনি কিংবা কোনো জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম না বা জড়িত নই;

গ) কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আমার সম্পর্কে আদালতের রায়ে কোনো বিরূপ পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য নেই;

ঘ) আমি কখনো আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হইনি;

ঙ) আমি এমন কোনো কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলাম না, যার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে;

চ) আমার নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো খেলাপী ঋণ নেই;

ছ) আমি কখনো কোনো আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইনি;

জ) আমি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পরিচালক, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত নেই;

ঝ) আমি----------------ব্যাংক পিএলসি এর বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত নেই;

ঞ) আমাকে কখনো কোনো কোম্পানী বিশেষত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, চেয়ারম্যান বা পরিচালক পদ হতে অপসারণ করা হয়নি কিংবা পদ শূন্য করা হয়নি;

ট) আমি ব্যক্তিগতভাবে অথবা আমার ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর খেলাপী নই।

২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৯৩ ধারা অনুযায়ী আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমাকে ----------------ব্যাংক পিএলসি এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হলে আমি এ দায়িত্ব পালনে সম্মত আছি।

স্বাক্ষর :

তারিখ ও নাম :

সাক্ষী (ব্যাংক কর্মকর্তা) :

১. স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :
ঠিকানা :

২. স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :
ঠিকানা :

পরিশিষ্ট-গ

গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, ------------------ ব্যাংক পিএলসি এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হলে, পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমার বিবেচনার্থে উপস্থাপিত কোনো বিষয় অথবা পরিচালক হিসেবে আমার গোচরীভূত কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করবো না। তবে, আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক হলে অথবা প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী বাধ্য হলে অথবা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেই কেবল তা প্রকাশ করবো।

স্বাক্ষর :

তারিখ ও নাম :

সাক্ষী (ব্যাংক কর্মকর্তা) :

১)

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবী :

ঠিকানা :

২)

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবী :

ঠিকানা :

পরিশিষ্ট-ঘ

স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র

নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করছি যে, আমি ------------------ ব্যাংক পিএলসি এর ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত নই এবং উক্ত ব্যাংকের কোনো শেয়ার ধারণ করি না। আমি কেবল ব্যাংক-কোম্পানীর স্বার্থে স্বীয় মতামত প্রদান করবো। আরও ঘোষণা করছি যে, আমার উক্ত ব্যাংকের সাথে কিংবা ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সাথে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনো প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নেই বা থাকবে না।

স্বাক্ষর :

তারিখ ও নাম :

সাক্ষী (ব্যাংক কর্মকর্তা) :

১)

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবী :

ঠিকানা :

২)

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবী :

ঠিকানা :

Enquiry Form-1
(For Individual)

Individual data

1. Title	Name*
2. Father's title	Father's Name*
3. Mother's title	Mother's Name*
4. Spouse 's title	Spouse's Name
5. National ID number* (10/17 digits)	6. TIN
7. Date of birth(dd/mm/yyyy)*	8. Gender*
9. District of birth*	10. Country of birth*

11. Main (Permanent)address:

12. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla*

District*	Postal Code	Country*

Additional (Present) address:

13. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla

District	Postal Code	Country

Identification document data

14. ID type (Passport/Driving License/Commissioner Certificate)	ID number
ID issue date(dd/mm/yyyy):	ID issue country:

15. Telephone number

*** Indicates mandatory information to be provided.**

1. If Country of birth (SL 10) is Bangladesh then **NID no (SL 05) is Mandatory.**
2. If Country of birth (SL 10) is other than Bangladesh then **Passport Information (SL 14) is Mandatory.**

পরিশিষ্ট-চ

UNDERTAKING

Attachment-Ka

To
The Manager
…………………….
…………………….
…………………….
Subject: Provision of information on the ownership of companies and their bank liabilities.

Dear Sir,
I, ……………………………owner/partner/director/guarantor of ...., am applying for sanctioning/renewal/rescheduling of a loan in my own name/ aforementioned company's name. My father's name:……………………….., mother's name:……………………, husband's name(in case of married woman):…………………………., Permanent address: Street No/Village.………… Street Name/PS/Upazilla…………………District……………Postal code………country…………….., Business address: Street No/Village.………… Street Name/PS/Upazilla …………………District……………Postal code………country…………….., Date of Birth:……………., District of Birth:……………., Country of Birth:……………., National ID Number:……………….., Other ID documents(Passport/Driving license /Birth Registration Certificate): ID number…………ID issue date……………ID issue country……………….., TIN:……………………………., Gender: Male/Female, Telephone Number:………………are given for your kind consideration. The list of companies under the ownership of mine along with their bank liability status is given in the following table:

Serial no.	Name of the Company	Main Address	Additional Address	Whether the company is availing any loan or not		
				Yes		No
				Name of the bank/FI	Name of the branch	

Apart from stated above, if any liability in my own name or my company's name is found, I will be bound to obey any decision made by the authority concerned relating to sanctioning/renewal/ rescheduling of the loan applied for and I will be punishable by law for providing this false or fabricated information.

Seal and Signature of the bank official who certified the borrower	Customer's Signature: Name: Name of the Borrowing organization:

*If necessary, extra paper could be used for list of companies.

Enquiry Form-2
(For Proprietorship/Partnership/Limited or any other Company)

Company data

1. Title	Trade Name*
2. Legal form*, **	3. TIN*

Company's main(Permanent) address :

4. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla*

District*	Postal Code	Country*

Additional(Business) address:

5. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla

District	Postal Code	Country

6. Telephone number

* Indicates mandatory information to be provided.

** Indicates form of a company like Proprietorship, Partnership, Public Limited, Private Limited, Corporation etc.